দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT. 18 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

কক্সবাজারে নিম্নমানের নোট বই-এর ছড়াছড়ি

কক্সবাজার সংবাদদাতা ॥ নিম্নমানের নোট বইসহ বিভিন্ন ধরণের গাইড বই কক্সবাজারের সর্বত্রে অবাধে বেচা-কেনা হইতেছে।' বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রেসে বিভিন্ন লেখকের নামে এই সব বই বাজারের লাইব্রেরীগুলিতে বিক্রয় করা হইতেছে। এমনকি তাহারা অনুমোদিত বইও অবৈধ ভাবে ছাপাইয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। একাদশ ক্লাসের ইংরেজী সাহিত্য বই বোর্ড হইতে সরবরাহ নাই বিধায় কতিপয় ব্যক্তি উক্ত বই ছাপাইয়া ৬০/৭০ টাকায় বিক্রয় করিত। বইটির বোর্ড নির্ধারিত মূল্য গড়ে ১৭ টাকা।

ইহাতে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষকও অপ্যাপকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রহিয়াছে। তাহাদের সহিত কিছু সংখ্যক বই ব্যবসায়ী ও ছাপানো মালিকের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত যে কোন বিষয়ের নোট ও গাইড পাওয়া যায়। বই দোকান মালিকরা এগুলি বিক্রয়ে অধিক আগ্রহী। কেননা বোর্ডের নির্ধারিত বই বিক্রয় করিয়া তেমন লাভ পাওয়া যায় না। কোন কোন গাইড বইয়ের কভারের ভিতরে ১ শত ৭০ টাকা বা ২ শত টাকা দাম লিখা থাকিলেও সুচতুর বই বিক্রেতারা শতকরা ৫০ ভাগ হইতে ৬০ ভাগ কমিশন দিয়া ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যেকোনভাবে হউক অভিভাবকদেরকে এইসব বই খরিদ করার জন্য বাধ্য করিতেছে। উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে গত ১০/১২ বছর পূর্বে এই ধরনের পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশনা ও বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্টরা উচ্চতর আদালতে উক্ত সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়া তখন হইতে পুনরায় এই ধরনের বই-পুস্তক ছাপানো হইতেছে বলিয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পুস্তক ব্যবসায়ী জানান।